শনিবার, ২৫ শ্রাবণ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ২২৫

রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশই

দেশে ২০১৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি'র বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রস্তুতি চলছে, সে সময়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধীরা নিজেদের পরিষ্কারের পাত্র করে তুলল। ঐক্য হলই না, উপরন্তু, এনডিএ প্রার্থী হরিবংশ সিং নির্বাচিত হলেন বিপুল ভোটে বিরোধী অনৈক্যের জেরে। কার্যত এই নির্বাচন ঘিরে বিরোধী ঐক্য চুরমার। শুধু তাই নয়। এই নির্বাচনে এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থন করল উড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর নবীন পট্টনায়কের দল। এই ব্যর্থতার দায় প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং সেই দলের সুপ্রিমো রাহুল গান্ধী এড়াতে পারেন না। আর বিরোধীদের অনৈক্যের জন্যই রাজ্যসভায় ডেপুটি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এনডিএ'র হরিবংশ নারায়ণ সিং পেয়েছেন ১২৫টি ভোট। আর বিরোধী প্রার্থী বিকে হরিপ্রসাদ পেয়েছেন ১০৫টি ভোট বিরোধী ঐক্যে। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে। রাজ্যসভায় এই ভোটাভুটিতে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মানস ভুঁইয়া ভোট দেননি। প্রাক্তন সাংবাদিক হরিবংশ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। হরিবংশ রাজ্যসভায় এসেছেন বিহার থেকে, তিনি জেডিইউ সাংসদ, তার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক থেকে। তাঁকে অভিনন্দন জানান কর্তব্য। বিশেষ করে তার সুযোগ্য পরিচালনায় রাজ্যসভার অধিবেশনে গতি আসবে বলেই দেশবাসীর আশা।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মুরশিদাবাদের নিকট (ভাবদা) সারগাছী গ্রামে এখনও অন্যাথাশ্রম চলিতেছে। হরিছার - নিকটস্থ কঙ্খলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য স্বামী সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি-আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন। আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, ''হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করবার অবসর পর্যন্ত নাই।''

গুরুপত্নির কর্ম, নিত্যকর্ম, ছাড়া অন্য কর্ম তো বন্ধনের কারণ। তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার কর্মের কি প্রয়োজন?

কেবল লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এই সকল কর্ম করাইলেন। এখন সাধু বা সংসারী সকলে শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছুদিন নির্জনে গুরুর উপদেশে ঈশ্বরের সাধনা করিয়া ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম করিতে পারিবে, যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ''হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগবে না।'' অর্থাৎ নির্জনে সাধনের পর ভক্তিলাভ করিয়া প্রত্যাদিষ্ট হইয়া লোকশিক্ষার্থ পৃথিবীর কার্যে হাত দিলে ঈশ্বরের কৃ পায় যথার্থ নির্লিপ্তভাবে কাজ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জনে সাধন কাহাকে বলে ও লোকশিক্ষার্থ কর্ম কাহাকে বলে, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম লোকশিক্ষার্থ।

কর্মণেব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন কর্তুমর্হসি।।

এই গীতোক্ত কর্মযোগ অতিশয় কঠিন। জনকাদি কর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, জনক তাহার পূর্বে নির্জনে বনে অনেক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সংসারে কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বর - সাধন করেন।

দিনপঞ্জিকা

২৫ শ্রাবণ, ভাঃ ২০ শ্রাবণ, **১১ আগষ্ট**, ২৫ শাওন, সংবৎ ১৫ শ্রাবণ বদি, ২৮ জিল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১১। **শনিবার, অমাবস্যা** দিবা ঘ ৩।৫৬ মিঃ। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১ মিঃ। ব্রতীপাতযোগ দিবা ঘ ১।৪৯ মিঃ। নাগকরণ, দিবা ঘ ৩।৫৬ গতে কিম্ভুঘ্নকরণ রাত্রি ঘ ২।৪৫ গতে ববকরণ। **জন্মে**—জন্মে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ২।১ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **যোগিনী**—ঈশানে, দিবা ৩।৫৬ গতে পূর্ব্বে। **কালবেলাদি**—ঘ ৬।৫২ মধ্যে ও ১।২০ গতে ২।৫৭ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।১১ মধ্যে। **কালরাত্রি**—ঘ ৭।৩৪ মধ্যে ও ৩।৫২ গতে ৫।১৫ মধ্যে। **যাত্রা**—**নাই**। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমাবস্যার ব্রতোপবাস। চিতালগী অমাবস্যা (উৎকল)। প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৬।১১ গতে রাত্রি ঘ ৭।৪৭ মধ্যে **প্রতিপদাদিকল্পে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলযাত্রারম্ভ। নবদ্বীপধামে অদ্য হইতে ১৫ দিনব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঝুলনযাত্রারম্ভ। শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ গানতলারোহ্থ শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে ভুবনেশ্বর সাধুবাবার তিরোভাবোৎসব। আংশিকগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ** (ভারতবর্ষে অদৃশ্য)। **দিবা ঘ ৩।৫৬ গতে মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণ শুক্লপক্ষ হিন্দি শ্রাবণ সুদি আরম্ভ। আগ্নিশঙ্কু ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি দিবস** (১১ আগষ্ট)। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৯।৩২ গতে ১২।৫৮মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।২০ গতে ১০।৩৪ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩২ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ শ্রাবণ, ভাঃ ২০ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট, ২৮ জিল্কদ, ২৫ শাওন, উঃ ৫।১৩, অঃ ৬।০৯, শনিবার, অমাবস্যা দি ঘ ৩।৫৫, সেহরী শেষ ৩।৪৬ ইফ্তার ৬।১৭।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অনুপুষ্টি সংক্রান্ত অপুষ্টি : অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

মিতালি পালধি
পর্ব ১

সম্প্রতি প্রকাশিত হল '(Global Hunger Index (GHI 2017)' প্রতিবেদনটি। তা ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের পক্ষে বেশ অস্বস্তিকর। ওয়াশিংটন ডি সি ভিত্তিক 'International Food Policy Research Institute'এর তৈরি করা এই প্রতিবেদনে ১১৯-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান শততম। যেখানে চিন ২৯, নেপাল ৭২, মায়ানমার ৭৭, শ্রীলঙ্কা ৮৪ এবং বাংলাদেশ ৮৮-তম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও অপুষ্টিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যার নিরিখে বিশ্বে ভারতের স্থান বেশ ওপরের দিকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মান চোখে পড়ার মতো হলেও দেশকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন, অর্থাৎ আমজনতা, তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সার্বিক বিকাশের যে ছবি বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে আসে, তা আমাদের আদপেই আশ্বস্ত করে না। সবুজ বিপ্লবের সুবাদে পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন, গণবণ্টন ব্যবস্থা, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নানা নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জনগণের জন্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের পুষ্টির মান এখনও বেশ হতাশাজনক; বিশেষত, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা Food & Agricultural Organisation (FAO)-এর প্রতিবেদনে (২০০৯) জানা গিয়েছিল, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ রাতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমোতে যান। আর এদের ৬০ শতাংশের বাস ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের মতো দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর এখন আমাদের কাছে স্মৃতিমাত্র। ভারতীয়দের গড় আয়ুষ্কাল বা 'Life Expectancy' এখন ৬৭.৯ বছর (Human Development SRS, 2010-14) এবং গত পঞ্চাশ বছরে শিশুমৃত্যুর হারও কমে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সাফল্য চমকপ্রদ। বিশ্বের বেশ কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের অন্যতম ভারত। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ মানুষের বাস ভারতে। অনুপুষ্টির অভাবে গোটা বিশ্বে যে ২০০ কোটি মানুষ ভুগছেন, তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বাস এদেশে।

দেশে বিস্তৃত গণবন্টন ব্যবস্থা ও খাদ্য সুরক্ষা আইনের সুবাদে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা অনেক মানুষই মোটামুটিভাবে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য পাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। শুধু খাদ্যশস্যের জোগান পুষ্টি নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে না। ক্যালরি আমরা পাই 'ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট' যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থেকে। বর্তমানে অধিকাংশ ভারতীয়দের খাবারে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি কিছুটা কমলেও, যে সমস্যা আমাদের ভাবাচ্ছে, তা হল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট্স বা অনুপুষ্টির (ভিটামিন ও মিনারলের বা খনিজ পদার্থের) অভাব। এইসব মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট্স শরীরে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কো-এনজাইম হিসাবে অংশ নেয়। প্রত্যক্ষভাবে শরীরে এনার্জি প্রোডাকশন বা ক্যালরি উৎপাদন করতে না পারলেও, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলিকে তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, ভিটামিন ও মিনারেল বা অনুপুষ্টি উপাদানগুলির অভাবে শরীরে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না ও শরীরে সঠিক পুষ্টির প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।

আমাদের শরীরে অনুপুষ্টি উপাদানগুলির প্রয়োজন হয় খুবই স্বল্প মাত্রায়। অর্থাৎ, মিলিগ্রাম, মাইক্রোগ্রাম বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটে। খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাব হলে, শরীরে বিপাকীয় প্রক্রিয়া (metabolism) যেমন ব্যাহত হয়, তেমনই শরীরের 'defence mechanism' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানা রোগ সংক্রামণের আশঙ্কা বাড়ে। তার অর্থ, সঠিক পুষ্টি পেতে হলে খাদ্য সুষম হতে হবে, তাতে প্রতিটি ব্যক্তির শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসও। সমস্যা হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস বা অনুপুষ্টির অভাবের বিষয়টি খুব সহজে ধরা পড়ে না। বিষয়টিকে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা সুপ্ত ক্ষুধা বা ''hidden hunger'' বলে অভিহিত করেছেন। UNICEF-এর প্রাক্তন ডেপুটি এক্সিকিউটিভ, কুলচরণ গৌতম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''The hidden hunger due to micronutrient deficiency does not produce hunger as we know it. You might not feel it in the belly, but it strikes at the core of your health and ingality.'' পৃথিবীর বহু দেশেই অনুপুষ্টির সমস্যা বা hidden hunger-কে জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা হয়। পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে, অনুপুষ্টির অভাব শুধু শারীরিক ক্ষতি করে তাই নয়, মানুষের উৎপাদনশীলতা, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও কর্মদক্ষতার ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে; তাতে কর্মদিবস নষ্ট হয়; পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। তাই পৃথিবী জুড়ে অপুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা বা সুপ্ত ক্ষুধার সমস্যাকে পুষ্টিবিদরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। কারণ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই এর শিকার, বিশেষত মহিলা ও শিশুরা। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের ২০১৬ সালের প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগই প্রতিদিন তাদের যে পরিমাণ অপুষ্টির প্রয়োজন, পান তার অর্ধেকেরও কম। সারা বিশ্বে যে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ভিটামিন ও মিনারেলস-এর বা অনুপুষ্টির অভাবে ভুগছেন, তাদের অর্ধেকই এদেশেই বাস করেন। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে এদেশে অনুপুষ্টির অভাবজনিত অসুখগুলি; যেমন রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া, ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অসুখ, আয়োডিনের অভাবজনিত শারীরিক সমস্যার প্রকোপ যথেষ্ট বেশি। ভারতীয়দের খাবারে মূলত যেসব অনুপুষ্টির অভাব থাকে, তা হল আয়রন বা লৌহ, ভিটামিন এ, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২ ও ভিটামিন ডি।

এ তো গেল খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাবের বিষয়। তবে খাদ্যে অনুপুষ্টির অভাব ছাড়াও আরও অনেকগুলি বিষয় আছে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরীরে অনুপুষ্টিগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে না বা শরীরে যাওয়ার পর সেগুলির সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। এই সব আনুষাঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পানীয় জল, পরজীবী সংক্রমণ, সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা, সঠিক রন্ধন পদ্ধতি, এরকম আরও অনেক কিছু। ভারতে যেসব অনুপুষ্টির অভাব প্রধানত দেখা যায় সেগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভিটামিন এ : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'ভিটামিন এ'-এর অভাবজনিত (VAD) সমস্যা সম্বন্ধে জানিয়েছে যে, অনেক সময় ''শরীরে ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত লক্ষণ বা ''Clinical Xeropthalmia'' বা বাহ্যিক অন্য কোনও লক্ষণ দেখা না গেলেও শরীরে এর অভাবজনিত অন্যান্য সমস্যা দেখা যেতে পারে খাদ্যে ভিটামিন এ-এর ঘাটতি থাকলে। প্রথমেই লিভারে সঞ্চিত ভিটামিন এ নানা শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগে। ভিটামিন এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি উপাদান, যা স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুস্থ চোখের জন্য ভিটামিন-এর অতি জরুরি এবং কম আলোয় দেখার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। শরীরে এর মাত্রা কমে গেলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ভিতরের Epithelial Cells বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সংক্রমণ হতে পারে। ফলে, শ্বাসতন্ত্র, মহিলাদের প্রজননযন্ত্রে সংক্রমণ (UTI) হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেহেতু ভিটামিন এ শরীরের immune system বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে; তাই এর অভাবে শরীরে নানা ধরনের সংক্রমন দেখা দেয়।

যেমন ভাইরাল, প্যারাসাইটিক (পরজীবী) ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন; ডায়েরিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন (ARI), হাম ও যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস প্রভৃতি। এছাড়া শরীরে রক্ত তৈরি করতেও সাহায্য করে ভিটামিন এ। বিভিন্ন Diet Survey-তে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে ছোট শিশু, কিশোরী ও সন্তানসম্ভবা মহিলারা তাদের খাদ্য থেকে দৈনিক প্রয়োজন অনুসারে ভিটামিন এ পান না। এদের মধ্যে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাব যেমন লক্ষিত হয়, তেমনই ভিটামিন এ ছাড়াও অন্যান্য অনুপুষ্টির অভাবও দেখা যায়। ভারতে অন্য অনেক অনুপুষ্টির অভাবের মতো ভিটামিন 'এ'-র অভাবও যথেষ্ট প্রকট।

ভিটামিন এ-এর clinical অভাবজনিত অসুখগুলি, বিশেষত চোখের বিটা স্পট, জেরোসিস ও অন্ধত্ব অনেকটা হলেও কমেছে; কিন্তু Sub-clinical ভিটামিন এ-র অভাব যথেষ্টই রয়েছে। ফলে, আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যিক রোগলক্ষণ দেখা না গেলেও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভিটামিন 'এ'-এক অভাবজনিত সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে একে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ভিটামিন এ-র অভাবজনিত কারণে অন্ধত্ব আগের তুলনায় হ্রাস পেলেও সামগ্রিকভাবে এর সমস্যা কমেনি। প্রধানত 'এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি' এমন শিশু, সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি মহিলারা এর শিকার। ভারতে 'এখনও স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি' এমন স্তরের ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ শিশু Sub-clinical 'ভিটামিন এ'-র অভাবে ভোগে।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

কাজ করার জন্য একটা ভাল মানসিকতার পরিচয় দরকার

পাশে থাকবেন অনেকেই। সত্যিকারের ক'জন মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষের পাশে থাকেন? প্রতিশ্রুতি তো মঞ্চ থেকে চলে যাবার পর নেতারা ভুলেই যায়। এটাই হয়ে আসছে বছরের পর বছর। আর যদি সত্যিকারের কেউ ভাল কাজের জন্য এগিয়ে আসেন, তখন মঞ্চে যাঁরা মানুষের পাশে থাকার কথা বলেছিলেন, তারাই বিরোধিতা করে ভাল কাজটাকে আটকে দেয়। কারণ অন্যের জন্য ভাল কাজ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন তিনি। এটাও একটা রাজনীতি। বর্তমানে বেশ কিছু জায়গা সুসজ্জিতভাবে সেজে উঠেছে। তার মধ্যে রয়েছে গঙ্গা ও সাগরের মিলন স্থান গঙ্গাসাগর। এক সময় ছিল যখন ৬টা বাজলে আলো জ্বলতো। আর সাড়ে ৮টা বাজলেই আলো নিভে যেত। আজ সেই গঙ্গাসাগরের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যারা বর্তমানের গঙ্গাসাগরের সাথে পরিচয় করে এসেছে, তাদের কাছে গঙ্গাসাগর নামটা এতদিনে সার্থক হয়েছে বলতেই হবে। যদি অভিমান মনে থেকে যায়, তবে কোনোদিনই বলতে পারবে না। ৩০ কিলোমিটার এই পথটা নতুনরূপে সেজে উঠেছে। চারিদিকে আলো আর ঝাঁ চকচকে রাস্তায়। যেন মনে হবে একটা স্বর্গের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। এই যে ভালটা হল এটা কাদের টাকায়? এটা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব। সাধুরা এসে কী বলছেন? তারা বলছেন, গঙ্গাসাগরে পূর্ণস্নান করে সতিই মনটা ভরে যাচ্ছে। এইরূপ আমরা আগে পাইনি। এই রকম ব্যবস্থায় স্নান করে সত্যিই পুণ্যবান হলাম। বলতে পারেন, কোন ম্যাজিকে গঙ্গাসাগরের এতো পরিবর্তন হল? না, এটা কোনো ম্যাজিক নয়। কাজ করার যদি সত্যিই মানসিকতা থাকে, তবে কোনো ম্যাজিকের প্রয়োজন হয় না। আর যিনি কাজের মানুষ, তাকে বলে দিতে হয় না, কোন কাজটা কোন সময়ে করতে হবে। সময়েই আগেই কাজটা করে দেবেন তিনি। এই রকম মানসিকতাই কাম্য। কেবলমাত্র বিরোধিতা করব বলেই পথে নামলে হবে না। কাজ করার জন্য একটা ভাল মানসিকতার পরিচয়টাকে সবার আগে তুলে ধরতে হবে।

বিবেক রায় দে
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

ইন্দাস–সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত

ড. প্রসেনজিৎ সরকার
শেষ পর্ব

এসময় স্বদেশী আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যাত্রা, পালাগান রচিত হতে থাকে। ফলে যাত্রাভিনয়ের মধ্যে এক সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। যাত্রা হচ্ছে মাস কালচাল। হাজার হাজার দর্শক ও জনতাকে অনুপ্রাণিত করতে ও আনন্দ দিতে পারে এই যাত্রা।

বাঁকুড়ার ইন্দাসেরও সেদিনের অনেকে এই যাত্রাশিল্পে বহু সম্ভাবনাময় দিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেকে গড়ে তুলেছিলেন সখের যাত্রাসংস্থা। উৎসবে, বারোয়ারি পুজো, সয়লা পরবে, গাজনে এসব যাত্রাপালা অভিনীত হত। তাছাড়া কিছু কিছু ধনী পরিবার ও জমিদারদের পারিবারিক পূজা- পার্বণেও যাত্রা-থিয়েটার অভিনীত হত। এই সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষগণ প্রায় সকলেই যাত্রা থিয়েটার-নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন–আকুই– 'সরোজ কুমার গুহ, 'নিখিলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'শিবপ্রসাদ সেন, 'তারাপদ গুপ্ত, 'উ মাপদ দত্ত, 'পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, 'দুলাল চন্দ্র পরামানিক, 'দুর্গাপদ গুহ, 'ষণিভূষণ গুপ্ত, 'সুবীর চন্দ্র নন্দী, চিত্তরঞ্জন রক্ষিত, অবণী হাটি, অদৈত্য দলুই, সুনীল চ্যাটার্জী, বিকাশ কোনার, নরেন্দ্রনাথ দলুই, সরোজকুমার দলুই, সুশীল মুখার্জী, পঙ্কজ মাজিল্যা, সমরেশ চ্যাটার্জী, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চন কুমার নন্দী প্রমুখ।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই রক্ষিত পাড়ায় 'শুভচন্ডী অপেরা' নামে একটি যাত্রাদল ছিল। তাদের নিজস্ব ড্রেস ছিল। উল্লেখযোগ্য যাত্রার অভিনেতা ছিলেন বিপুলচন্দ্র রক্ষিত, 'রাম রঞ্জন রক্ষিত।

আকুই–এর পূর্ব আকুই যুব নাট্য সম্প্রদায় এবং আকুই দক্ষিণ পাড়া নাট্য সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আদিলপুর–আদিলপুরে পঙ্কজ চ্যাটার্জী 'তালাই অপেরা' (কলকাতা) যাত্রাদলে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া 'ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, 'গঙ্গানারায়ণ সাহানা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বালিয়াড়া–'বঙ্কিম চ্যাটার্জী, 'কালীপদ পাল।

দিঘলগ্রাম–শখের যাত্রাদল ও নাট্য আন্দোলনে দিঘলগ্রামের অবদান অনস্বীকার্য। কমলাকান্ত গাঙ্গুলী কামারপুকুর যাত্রাদলের ফিমেলের অভিনয় করতেন। এছাড়া 'মহানন্দ পাল, 'শ্যামাপদ কোলে, শিশির কুমার সাহু, 'বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতারামা রায়, কৃষ্ণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের অভিনয় ও ভূমিকা স্মরণীয়। ইন্দাস পূর্বাঞ্চলে দিঘলগ্রামের 'বকুল নাট্যগোষ্ঠী'-র নাট্য আন্দোলন বিশেষভাবে নজর কাড়ে। মুরারিমোহন মাজি নির্দেশিত 'গণদেবতা', 'নীলদর্পণ', 'তাজমহল', প্রশান্ত চ্যাটার্জী রচিত 'রাজদর্শন', 'মাষ্টারদা সূর্য সেন', তড়িৎকান্তি দে রচিত 'অরণ্যবহ্নি'। বিষ্ণুপুর মেলায় যদুভট্ট মঞ্চে অভিনীত ও বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছিল। একাঙ্ক নাটক– তপনকুমার দে, সনৎ কুমার তা, সুনির্মল সাহু, শান্তিনাথ সিংহ, সুমন কল্যাণ খাঁ অভিনীত 'ভোরাই খেয়া', 'কালোমাটির কান্না', শিশির কুমার সাহু রচিত 'দাবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক এলাকার নাট্য আন্দোলনে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

রাতরা– 'পাঁচকড়ি মাঝি ও মুরারিমোহন মাজি এঁরা প্রত্যেকেই রাতড়া শখের যাত্রাদলের প্রাণপুরুষ।

খড়শী–খড়শীর 'শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র 'দীপক অপেরা' নামে যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া শখের যাত্রাদলের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বামনিয়া– 'ধর্মদাস দলুই প্রতিষ্ঠিত 'মৌসুমি অপেরা' নামে যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া শখের যাত্রাদলের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বামনিয়া– 'ধর্মদাস দলুই প্রতিষ্ঠিত 'মৌসুমি অপেরা'-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অভিনেতা হিসাবে জহর ভট্টাচার্য, মুক্ত ভট্টাচার্য-র নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শালিকোনা–দিলীপ গুপ্ত, বেতানল - নিমাই মুখার্জী, নাগাতে তুল - বাসুদেব ঘোষ, বহলাল পুর - শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী– এদের অভিনয় বিশেষ স্মরণীয়।

ইন্দাস–'অভিনেত্রী সংঘ' নামে নাটকের দল ছিল বিখ্যাত। ইন্দাসের যাত্রা অভিনেতাগণ ছিলেন–'রামকমল কুণ্ডু, ওঙ্কার প্রসাদ সিংহদেহ, মানস কুমার সরকার, বংশী মহন্ত, প্রভাস চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ সাহা, শিমু রাহা, অনিল নন্দী, সাধন আঢ্য। তবলায় আশিষ দত্ত, পঙ্কজ অধিকারী প্রমুখ।

মহেশপুর (বিউর পোস্টঅফিস)–'ভূতনাথ নন্দী, 'গুইরাম চক্রবর্তী।

হেয়াতনগর–'বলাই নন্দী।

শাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা–'পাঁচুগোপাল দে (ডোঙানল), 'নিমাই চৌধুরী (আড়াপুর), 'পরেশ চন্দ্র সাম (খাটড়া), কাশীনাথ সাম (নারায়ণপুর), স্বপন দাস (নারায়ণপুর), ফকির ঘোষ (বেড়ঘোষ)। রোলগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা–মৃত্যুঞ্জয় সবকার (গোপালনগর), 'কাজী আব্দুস সালাম (রোল), গোলাম মেহেবুব (গোপালনগর), সেখ তুতা (গোপালনগর), 'কাজী চৌধুরী (রোল), সাহিদুর রহমান (রোল), কাজী আব্দুল কালাম (রোল)।

আমরুল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা–'ক্ষেত্রমোহন মণ্ডল (আমরুল), সুকুমার গোস্বামী (আমরুল), মুরারীমোহন সামন্ত (আমরুল), 'রামহরি কুণ্ডু (মদনবাটী), বিভূতি ভূষণ ঘোষাল (ভগবানবাটী), 'জিগরিয়া মল্লিক (শ্রীকরা), 'জব্বার মণ্ডল (শ্রীকরা) প্রমুখ। সুতরাং এই তথ্য থেকেই বোঝা যায় ইন্দাস ব্লক সংস্কৃতিতে কতটা এগিয়ে চলেছে।